স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ওয়েস্টার্ন ইকোনোমিক করিডর এন্ড রিজিওনাল এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রামের লক্ষ্য (**WeCare-P169880)** আঞ্চলিক সংযোগ, পশ্চিমাঞ্চলে লজিস্টিকস সক্ষমতা এবং বাংলাদেশের সড়ক খাত ব্যবস্থাপনার উন্নতি। **WeCare** কর্মসূচি ১০ জেলায় তিনটি পর্যায়ে ১০ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন হবে। বহু পর্যায়ের এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে (এই প্রকল্প) সামগ্রিক কর্মসূচির মত একই উপাদান কাঠামো অনুসরন করবে এবং যশোর থেকে ঝিনাইদাহ পর্যন্ত(৪৮ কিলোমিটার) জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন এবং করিডরের এই অংশজুড়ে সংযোগ সড়ক ও গ্রামীণ বাজারের উন্নয়ন এবং সড়ক পরিবহণ খাতের আধুনিকায়নে অর্থায়ন করবে।

এলজিইডির জন্য প্রকল্পের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে -

উপাদান ২ ঃ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উপজেলা ও ইউনিয়নের সড়ক উন্নয়ন ও মেরামত যেগুলো কর্মসূচির করিডরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্ধারিত উপজেলা সড়কে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল কনডুয়িট স্থাপন করা হবে।

উপাদান ৩ ঃ পরিপূরক লজিস্টিকস অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন কমিউনিটি বাজার কাঠামো উন্নয়ন (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয়, বিতরণ সুবিধা) যেখানে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে।

উপাদান ৪ ঃ সড়ক খাত আধুনিকায়ন এবং নীতির ঘাটতি পূরণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও টিকে থাকার সক্ষমতার(**resilience)** উন্নয়ন, এবং সাংগাঠনিক রূপান্তরসহ সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এই বাইরে এলজিইডি উপাদান-৫ এর আওতায় জরুরি প্রতিক্রিয়া ও পুনর্নির্মানে সহায়তা করতে প্রকল্পের তহবিল পুনঃবরাদ্দের জন্য বিশ্বব্যাংককে অনুরোধ করতে পারে ।

এই স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্লান (এসইপি) শুধুমাত্র এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সীমাবদ্ধ থাকবে। **WeCare**-এলজিইডির এই এসইপি বিদ্যমান বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, নেটওয়ার্ক ও এজেন্ডার সুবিধা নিয়ে সমস্ত নির্ধারিত স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করেছে। এলজিইডি তার কার্যক্রমের শুরু থেকে গ্রামাঞ্চলে কাজ করছে এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে **RTIP, RTIP II** এবং **SUPBR** । এলজিইডি **WeCare** কর্মসূচির সংশ্লিস্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে সম্পৃক্ত। উল্লেখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময় এলজিইডি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প পরিক্রমায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনের **(PAPs)** সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং নারীসহ দূর্বল গ্রুপের(**VGs**) সঙ্গে সম্পৃক্ততার শিক্ষা নিয়েছে।

WeCare-এলজিইডি প্রকল্পের পিডি ইতিমধ্যে জেলা প্রধান কার্যালয়, পৌরসভা, ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি এবং গ্রোথ সেন্টারগুলোর ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকল্প সংশ্লিস্ট কর্মকান্ড বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিয়েছেন। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ/ দূর্বল গ্রুপের কম অসুবিধা যাতে হয় তা দেখছেন। আগের প্রকল্পগুলোর কিছু শিক্ষা **WeCare**-এলজিইডি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

০ পিডিসহ এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্থদের(**PAPs)** চাহিদা ও উদ্বেগ অনুধাবন করে তাদের জীবিকা পুনুরুদ্ধারে কিভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় তার জন্য তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন।

০ এই প্রকল্প নারীসহ দূর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপকে যত্ন নেবে এবং যখন সম্ভব তখন যুৎসই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রকল্পের ঠিকাদারদের এই প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করা হবে। পরিপূর্ন ক্ষতিপূরণ যথাসময়ে দেওয়া হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এড়াতে জেলার এলজিইডির এক্সইএন জেলা প্রশাসকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় রেখে যথাসময়ে ক্ষতিপূরন প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ।

০ এলজিইডির তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) বিভাগ এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত জেলা প্রশাসন প্রকল্পের বাস্তব সুফল সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনকে ধারণা দিতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করবেন।

স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি, সংগঠন, ব্যবসা এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের বাইরে সড়ক পরিবহণে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে রয়েছে- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সওজ ও এলজিইডি। জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, এলজিইডি, বিআরটিএসহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের সরকারি কর্মকর্তারা, এফবিসিসিআই প্রতিনিধি, শ্রম ইস্যুতে কাজ করে এমন আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় এনজিও, জেন্ডার এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা(জিবিডি) ইস্যু, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা স্টেকহোল্ডারদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর বাইরে কৃষক, মাছ, সবজি, ফল ও ফুল চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, স্থানীয় কুটির শিল্প, গ্রোথ সেন্টার, বনিক সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন, সড়ক পরিবহণ মালিক, চালক ও শ্রমিক ইউনিয়ন এবং যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কের সংযোগ সড়কের শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্টেকহোল্ডার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ দূর্বল গ্রুপ (**VGs**) এবং সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপ চিহ্নিত হবে, প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে যাদের জমি/ব্যবসা স্থাপনা অধিগ্রহণ করা হবে এবং যাদেরকে অস্থায়ীভাবে সরাতে হবে ।

এলজিইডি একটি ইএসএফএফ তৈরি করেছে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উৎসাহ রয়েছে যে, এই প্রকল্প তাদের জীবনের উন্নতি আনবে এবং সংযোগ সড়ক ব্যবহারের বাইরে গ্রোথসেন্টারগুলোতে আরও অনেক অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করবে। অপটিক্যাল ফাইবার কেবল/ইউটিলিটি কনডুয়িট এই এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধার উন্নতি করবে এবং জনগণ কম খরচে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়াতে পারবে। এলজিইডি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপকে সম্পৃক্ত করতে এই এসইপি প্রনয়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্প প্রস্তুতি (প্রকল্প নকশা, মূল্যায়ন, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, এসইপি প্রকাশ), নির্মাণ ও সংযোজন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের সম্পৃক্ততার প্রবাহ নির্ভর করবে (ছক-৪ এ উল্লেখ আছে এবং এসইপির অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল অনুচ্ছেদ ৬)। অন্যদিকে এফজিডি বৈঠক/আলোচনা, জন পরামর্শ, প্রকল্প সংক্রান্ত প্রচারপত্র বিলি, সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য, বিলবোর্ড, ফ্লায়ারস এবং এলজিইডির পিডি, পিআইইউ, আরএসইসি, জেলার এক্সইএন এবং সামাজিক সুরক্ষা পরামর্শকের(মাঠপর্যায়ে) সহায়তায় সিএসসিসহ প্রকল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি একইসঙ্গে প্রকল্পের এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি সংক্রান্ত তথ্য বিতরণে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

এলজিইডি এই এসইপি বাস্তবায়ন করবে। এলজিইডি পিডি, পিআইইউ, এক্সইএন জেলার সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, জেলা সমাজবিজ্ঞানী এবং উপজেলা কমিউনিটি সংগঠক প্রমুখকে নিয়ে এসইপির কার্যকর বাস্তবায়ন করবে।

****